বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতের উন্নয়নে ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি

ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এবং বাংলাদেশ দেশের বিদ্যুৎ খাতের টেকসই সবুজ রূপান্তরে অবদান রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটি দেশের জলবায়ু প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যেও করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ অক্টোবর) ব্রাসেলসে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে একটি নতুন অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন।

চুক্তি অনুযায়ী, ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো নবায়নযোগ্য জ্বালানীখাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বিনিয়োগসহ ৪৫ মিলিয়ন ইউরোর সহায়তা প্যাকেজ দ্বারা পরিপূরক। এর মধ্যে, ১২ মিলিয়ন ইউরোর গ্রিন এনার্জি ট্রানজিশন প্রকল্প, যার মধ্যে ৭ মিলিয়ন ইউরো জার্মানির সহ-অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এর লক্ষ্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ শক্তি রূপান্তরকে সহজতর করার জন্য নীতি, আইনী কাঠামো এবং বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরিতে কাজ করা।

প্রকল্পগুলো মূলত ইউটিলিটি স্কেল সৌর ফোটোভোলটাইক এবং উপকূলীয় বায়ু প্রকল্প এবং সম্ভাব্য শক্তি স্টোরেজ সিস্টেমের সমন্বয়ে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে জ্বালানি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে সহজলভ্য করতে অবদান রাখবে। এই কার্যক্রম বাংলাদেশে আনুমানিক ৭৫০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা স্থাপনে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তি অনুযায়ী, বিনিয়োগগুলো বিদ্যুৎ বিতরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের উন্নতি করবে, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সংযোগ এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করবে। কারিগরি সহায়তার অংশ হিসাবে ইইউ একই জমিতে শক্তি উৎপাদন এবং খাদ্য উৎপাদন, সৌর, হাইব্রিড সৌর / বায়ু এবং ব্যাটারির সঙ্গে সৌর একত্রিত করার উপায়সহ প্রকল্প

প্রস্তাবগুলো নিরীক্ষা করতে সহায়তা করবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সৌর প্রকল্প ও উপকূলীয় বায়ু প্রকল্প জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। গ্রিন এনার্জি ট্রানজিশনের জন্য এই অংশীদারিত্ব একটি বাংলাদেশী আইনি কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে যা অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ শক্তি রূপান্তরের জন্য বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এবং জ্বালানি খাতে প্রফেশনাল নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি করবে।

গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে ইইউ এবং বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা খাতের (৩০ মিলিয়ন ইউরো), শালীন কাজের এজেন্ডা প্রচার, সবুজ নির্মাণ, কার্যকর ডিজিটাল গভর্নেন্স জোরদার এবং দেশের পাবলিক স্পেসে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা রোধে (প্রতিটি ক্ষেত্রে ১০ মিলিয়ন ইউরো) সহযোগিতার জন্য অতিরিক্ত ৭০ মিলিয়ন ইউরোর একটি প্যাকেজ স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি প্রসঙ্গে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন বলেন, ‘ইইউ ও বাংলাদেশ ৫০ বছর ধরে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অংশীদার। এখন, গ্লোবাল গেটওয়ের অধীনে সবুজ রূপান্তরের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে আমরা এই অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইউরোপীয় কমিশন, ইআইবি এবং বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহায়তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একযোগে কাজ করবে। এই ৪০০ মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ বাংলাদেশের জনগণ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ করেছি। আমরা গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, মানবাধিকার, আইন নিয়ে আমাদের পরস্পরের ভাবনা তুলে ধরেছি। এই বছর বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশীদারিত্বের ৫০ তম বার্ষিকী। আমরা আনন্দিত যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ই ইউ’র গ্লোবাল গেটওয়ে উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। আমরা ইইউ’র সঙ্গে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে আছে ইউরো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি। আমাদের সঙ্গে জলবায়ু ও নবায়নযোগ্য জালানি খাতে অংশীদার হওয়ার জন্য আমরা সাধুবাদ জানাই।

এ বছর ইইউ-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী। এই সময়ে

ইইউ বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন, বাণিজ্য ও মানবিক অংশীদার হয়েছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরাম প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্বব্যাপী সরকারের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, চিন্তাবিদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বিশ্বব্যাপী টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য অবকাঠামোতে বৈশ্বিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

গ্লোবাল গেটওয়ে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগের ব্যবধান হ্রাস এবং ডিজিটাল, জ্বালানি এবং পরিবহন খাতে স্মার্ট, পরিষ্কার এবং সুরক্ষিত সংযোগ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গবেষণা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিবাচক প্রস্তাব। গ্লোবাল গেটওয়ে কৌশলটি একটি টিম ইউরোপ পদ্ধতির প্রতীক যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইইউ সদস্য রাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করে।

একইসাথে, তারা ২০২১ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগে ৩০০ বিলিয়ন ইউরো সংগ্রহ করার লক্ষ্য নিয়েছে, নির্ভরতার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরি করবে এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগের ব্যবধান বন্ধ করবে।

এলডিসির পরও জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখার আহ্বান শেখ হাসিনার

এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বাংলাদেশের জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এবং বাংলাদেশ দেশের বিদ্যুৎ খাতের টেকসই সবুজ রূপান্তরে অবদান রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে

তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় সবকিছুই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে দিয়েছে যা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে। আমি আশা করি যে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আমাদের উন্নয়নে সহায়তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে আশ্রিত প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ইইউ’র মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে নিরাপদ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তনই এই সংকটের একমাত্র সমাধান। আমি খুব দ্রুত এই সংকটের সমাধান খোঁজার জন্য ইইউ’র প্রতি আহ্বান জানাই।

তিনি আরও বলেন, আমরা অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের নিশ্চিতে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমরা কৌশলগত বিষয়বস্তু নিয়ে ইইউ’র ভবিষ্যৎ অংশীদার হওয়ার পরিকল্পনা করছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমরা এই নতুন অংশিদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি শিগগিরই করা হবে। এটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

মোড়লের ক্ষমতা আর নেই, বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ইতিহাস বলছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের স্বভাব বেশ পুরনো। বিভিন্ন দেশে জাতি গঠনের নামে যুক্তরাষ্ট্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিতো। ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলার পর এই মোড়লের হাতে নতুন হাতিয়ার তুলে দেওয়া হয়। আর তাতে আফগানিস্তান মিশনের নামে বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য সেখানে টানা ২০ বছর লিপ্ত থেকে বিফল হওয়ার পর তার আর

অন্যদিকে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেয়ার পর রয়টার্সের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তারা সবাই কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ভেটো দিয়ে তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ইউক্রেনের জন্য যা যথেষ্ট তা ফিলিস্তিনের জন্য যথেষ্ট নয়। এক আফ্রিকান কূটনীতিক বলেন, “ভেটো আমাদের বলেছে যে ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইউক্রেনের জীবন বেশি মূল্যবান।

একজন জ্যেষ্ঠ আরব কূটনীতিক বলেছেন, বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলো আন্তর্জাতিক আইনকে ‘বেছে বেছে প্রয়োগ’ করছে বলে মনে হচ্ছে।

কূটনীতিকরা বলেন, আমরা ইউক্রেনকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ সনদের নীতিগুলি আহ্বান করতে এবং ফিলিস্তিনের জন্য এটি উপেক্ষা করতে পারি না। এই দ্বৈত মানদণ্ড কেবল অন্যায়ই নয়, বিশ্বকে আরও বিপজ্জনক জায়গায় পরিণত করেছে।

লেখক-সাংবাদিক

ব্রাসেলস সম্মেলন: টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে অংশ নিতে বেলজিয়াম রওনা হয়েছেন। এরইমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) একটি কৌশলগত ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদান সেই লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এবারই এই ফোরাম প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে বসছে। ফোরামের প্রথম বৈঠকের প্রতিপাদ্য উল্লেখ করা হয়েছে ‘টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে একসঙ্গে শক্তিশালী হওয়া’।

উল্লেখ্য, চীনের ‘রোড এন্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভ’ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ২০২১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্লোবাল গেটওয়ে চালু করে। এর লক্ষ্য ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

দুইদিনের এই অনুষ্ঠানে সেনেগাল, নামিবিয়া ও মলদোভাসহ মোট বিশটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ আমন্ত্রিত হয়েছেন। শেখ হাসিনা তাঁদের মধ্যে একজন। বৈঠকে ইইউ এবং জোটের অংশীদার আমন্ত্রিত কয়েকটি দেশের সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (ইআইবি), সংস্কার এবং উন্নয়নবিষয়ক ইউরোপীয় ব্যাংক (ইবিআরডি), বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ, নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে একত্রিত করবে।

গ্লোবাল গেটওয়ের অধীনে অবকাঠামো এবং সংযোগ, অভিবাসন, সবুজ জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন, সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি), সমুদ্র সম্পর্কিত সহযোগিতা, নিরাপত্তা, পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কৌশলগত বিষয় নিয়ে অংশীদারেরা কাজ করবে। ইতিপূর্বে বড় বড় বৈশ্বিক দাতা সংস্থা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে অর্থ দিয়েছে, কিন্তু সেগুলো সবসময় টেকসই বা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনদিকগুলো বলতে গিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সূত্র বলছে, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহযোগিতায় জোর দিচ্ছে ইইউ। এরই অংশ হিসেবে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুতে বাংলাদেশকে ৩৫ কোটি ইউরো ঋণ এবং সাড়ে ৪ কোটি ইউরো মঞ্জুরি হিসেবে দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে এ বিষয়ে চুক্তি সই হবে। ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশকে দেয়া ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের এটিই প্রথম ঋণ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী, একইভাবে আমরাও আগ্রহী। ভালো প্রকল্পের নকশা করতে পারলে আমরা অনেক তহবিল পাবো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশন বক্তৃতা করতে পারেন। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, দুই দিনের এ আলোচনায় গ্লোবাল গেটওয়ের আওতায় ৮৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। এই সফরকালে ৩ বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিবে বাংলাদেশ- ৩৫ কোটি ইউরো ঋণ ও সাড়ে ৪ কোটি মঞ্জুরি পাওয়ার চুক্তি সই; ইউরোপিয়ান

ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা। সম্পর্কের পরের ধাপে পারস্পরিক অংশীদারত্বকে উন্নয়ন সহযোগিতা থেকে কৌশলগত সহযোগিতায় উত্তরণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকেদের মতে, গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের ফাঁকে বাংলাদেশের নির্বাচনসহ সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়ে সরকারের অবস্থান ইউরোপীয় নেতাদের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফর তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া ইউরোপের বাজারে অগ্রাধিকার বাজারসুবিধা (জিএসপি) ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাবে বাংলাদেশের পণ্য।

পশ্চিমা গণমাধ্যম বাকস্বাধীনতার নামে ইসরায়েলের পক্ষপাত করছে

বিস্মিত হতে হয় পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসরাইলের পক্ষে প্রচারণা দেখে। চলমান ফিলিস্তিন–ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমের একতরফা প্রতিবেদনে হতবাক ও ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদেরাও। তাদের ক্ষোভের কারণ, গণমাধ্যমগুলো কেবল ইসরায়েলের বয়ান তুলে ধরছে। সেইসব প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনের কথা নেই। এসব নিয়ে প্রায় ৩১৩ শিক্ষাবিদ পশ্চিমা গণমাধ্যমের উদ্দেশে একটি খোলাচিঠিও লিখেছেন।

কারা এই শিক্ষক? তারা কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে নেই। এই দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের ওপর হওয়া এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না। সম্প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। এবং তাঁদের বেশির ভাগই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত। এই চিঠির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ইভলিন আলসুলতানি ১৭ অক্টোবর তাঁর এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) চিঠিটি শেয়ার করেছেন।

যেসব দেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ও যারা মানবাধিকার

প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফরে গুরুত্ত্ব পাবে একাধিক বিষয়

আগামীকাল মঙ্গলবার ব্রাসেলস যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট ওরসুলা ভন ডার লিয়েনের আমন্ত্রণে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম সম্মেলনে অংশ নিতে তিন দিনের সফরে বেলজিয়াম যাচ্ছেন তিনি।

দেশে সাধারণ নির্বাচনের আগ মুহুর্তে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশ বিরোধী বিভিন্ন মহল ও গোষ্ঠি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) যে ভুল বার্তা দেওয়া হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইইউ’র মধ্যে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে তার পরিবর্তন ঘটবে। ইইউ’র সঙ্গে বাংলাদেশের যে পাঁচ দশকের সম্পর্ক, সেটিকে তুলে ধরে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অবস্থান তুলে ধরতে পারেন। যার মধ্য দিয়ে বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র পাবেন ইইউ নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে ইইউ’র সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর ও সংহত হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্বল হবে বলে আশা করছেন করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্দার দে ক্রো এবং লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী জেভিয়ার বেটেলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

রবিবার (২২ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রীর বেলজিয়াম সফর নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বিশ্বব্যাপী স্মার্ট, পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ ডিজিটাল প্রযুক্তি, জ্বালানি, পরিবহন খাতে অবকাঠামো নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে গে¬◌াবাল গেটওয়ে উদ্যোগের ঘোষণা দেয়। এ উদ্যোগের আওতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সদস্য রাষ্ট্র ও অন্য

খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রবাসী আয়ে ৫ শতাংশ প্রণোদনা, দুই দিনে রেমিট্যান্স ছাড়ের নির্দেশ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়াতে সরকার আগেই ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতো। এখন থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হবে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রবাসীরা এখন থেকে দেশে টাকা পাঠালে ৫ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন। নতুন এই অতিরিক্ত ২ দশমিক ৫ শতাংশ দিবে ব্যাংকগুলো। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) গত শুক্রবার রাতে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রবিবার (২২ অক্টোবর) থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন বাফেদা চেয়ারম্যান এবং সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আফজাল করিম। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এতে ডলার প্রবাহ বাড়বে এবং ডলার সংকট কাটাতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে। এছাড়া দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্স ছাড় দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৯–২০ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা ঘোষণা করে আওয়ামীলীগ সরকার। এ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে ২০১৯–২০ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। একইভাবে ২০২০–২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৯–২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনতে হচ্ছে রেমিট্যান্স হাউজগুলো থেকে। আবার নির্ধারিত দামে ডলারও মিলছে না। তাই ডলার সংকট কাটাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রবাসী আয়ে ব্যাংকে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে পাওয়া যায় ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। তার উপর সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিত। এতে এক ডলারে পাওয়া যেত ১১৩ টাকা ২৬ পয়সার কিছু বেশি। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন ব্যাংকগুলো দেবে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা। ফলে এখন থেকে প্রবাসীরা এক ডলারে পাবেন ১১৬ টাকার কিছু বেশি। ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে প্রবাসীদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেবে। এটি আমদানিকারকদের থেকে নেওয়া হবে না।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসাইন বলেন, যাঁরা অবৈধ পয়সা দিয়ে ডলারের ব্যবসা করেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কারণ, ১৩০ টাকা ডলার রেট অফার করা হলে তাঁরা ১৪০ টাকায় কিনবে। এ জন্য হুন্ডির সঙ্গে ডলারের ফরমাল রেট মেলানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আশা করা যাচ্ছে, প্রণোদনা বাড়ার ফলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসা বাড়বে। ডলার সংকট কাটাতে এই উদ্যোগ সুফল বয়ে আনবে।

এদিকে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর দুই দিনের মধ্যে তা প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে বলেছিল, ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্স ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশে বলেছে, ‘সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না।’

৪ বছর জেল খেটেও দেশে ফেরা হলোনা দীপকের

অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দীর্ঘ ৪ বছর জেল খেটে আপন ঠিকানায় ফিরতে পারলো না ভারতীয় নাগরিক দীপক কুমার ঠাকুর।বিএসএফ আইনের জটিলতা দেখিয়ে দীপকে দেশে ফিরিয়ে নিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

বিজিবি সুত্রে জানাগেছে বিহার রাজ্যের সমস্তিপুর জেলার ওয়ারিশ নগর থানার মনিহার গ্রামের শ্রী রাম নরেশ ঠাকুরের ছেলে দীপক কুমার ঠাকুর (৩৫)নামের ২০১৯ সালের অবৈধভাবে বাংলাদেশে আসায় পিরোজপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অনুপ্রবেশর দায়ে ৪ বছর জেল হয় দীপকের।

গতকাল বৃহস্পতিবার ১২ টার দিকে দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট দিয়ে দীপককে পাঠানোর জন্য বিএসএফকে পত্র দেয় বিজিবি।পতাকা বৈঠক বসে জয়নগর চেকপোষ্ট শুন্য রেখায়। এ সময় বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয় দীপকের কোন অভিভাবক না আসায় তাকে ফেরত নেওয়া সম্বব হচ্ছে না।পরবর্তীতে দীপকের অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে ফেরত নেওয়া হবে।দীর্ঘ ৪ বছর জেল খেটে আপন ঠিকানায় পিরতে না পেরে আবারো দীপককে ফিরে আসতে হলো বাংলাদেশের কারাগারে।বিজিবি দীপককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।পুলিশ তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠায়।

এ সময় বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা চেকপোষ্ট আই সিপির ইনচার্জ আব্দুল জলিল,দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা,দর্শনা ইমিগ্রেশনের এস আই মোর্শদ,এস আই আবু হানিফ,এ এস আই আব্দুল মমিন,বি এসএফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন,গেদে বিএসএফের কোম্পানী কমান্ডার বিধাস চন্দ্র।

যাদের নামে ভিসানীতির অপপ্রচার, তারাই যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাদের ওপর ভিসানীতি আরোপ করা হয়েছে সেই নামগুলো দেশটির পক্ষ থেকে প্রকাশ না করা হলেও সামাজিক মাধ্যমে ঘুরপাক খায় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম সম্বলিত তালিকা। অথচ তাদের অনেকেই অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। গুজব রটানো হয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের

অপপ্রচারকারিরা এর সঙ্গে যুক্ত করেছে – বিমান বাহিনী প্রধান চিঠি দিয়ে ভিসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। যদিও এমন কিছুই ঘটেনি। বিএনপি’র বিভিন্ন নেতা এবং নেত্রী এই গুজব নিয়েও অপপ্রচার চালিয়েছেন সামাজিক মাধ্যম এবং ইউটিউবে। গত শনিবার বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এক সফরসঙ্গী ও স্ত্রীসহ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। সফরের অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীর দুটি সি-১৩০ পরিবহন বিমানের নিরীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের (পিডিএম এবং ‘সি চেক’) কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বিমানবাহিনী প্রধান। সরকারি সফর শেষে ২১ অক্টোবর বাংলাদেশে ফিরবেন তিনি।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এমন কুৎসা রটনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ ফেসবুকে লিখেছেন- বাংলাদেশ বিরোধী গুজবকারীদের মুখে ছাই দিয়ে বিমান বাহিনী প্রধান এখন নিউইয়র্কে! গত সেপ্টেম্বর মাসে ফেইসবুক, ইউটিউব এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেশবিরোধীচক্র গুজব ছড়িয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধানের আমেরিকা ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আবার কেউ কেউ লিখেছেন- বিএনপি জামায়াত পন্থী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা অখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক চন্দন নন্দীর রেফারেন্স দিয়ে বিমানবাহিনী প্রধানের মার্কিন ভিসা ব্যানের গল্প প্রচার করছিলো ।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী

কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।